বেড়াল দেখিলে পথে গাড়ি রোখো বিধিমতে

সমীরকুমার ঘোষ

কাজকর্ম সেরে ফিরতে রোজই রাতবিরেত । আর ওই সময়েই বেড়ালদের যত ব্যস্ততা । রাস্তাতে যেতে যেতে প্রায়শই চোখে পড়ে হন্তদন্ত হয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে শ্রীমতী বাঘের মাসী । আমাদের তপনদা দারুণ জোরে গাড়ি চালায় । জোরে চালালে কী হবে, সামনে দিয়ে বেড়াল চলে গেলেই ওর জারিজুরি খতম । ক্যাঁ-চ করে ব্রেক কষে গাড়ি থামাবে ; গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করবে ; জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কয়েকবার থু থু ফেলবে ; স্টিয়ারিঙে হাত ঠেকিয়ে কপালে ছুঁইয়ে নমস্কার করবে । এতেও শেষ নয় । ব্যাক গিয়ার দিয়ে গাড়ি একটু পিছিয়ে নিয়ে, তারপর আবার সামনের দিকে চলতে শুরু করবে । তপনদাকে দেখলেই বেড়ালদের আনাগোনা যেন বেড়ে যায়। এমনও হয়েছে, বেড়াল রাস্তা পার হওয়ার আগেই ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় কখনও বেড়ালটা চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, কখনও গাড়ি উল্টো পথে প্রায় ফুটপাথে উঠে পড়ার জোগাড় হয়েছে । তপনদার এহেন মার্জার ভীতি দেখে আমরা বিস্তর হাসাহাসি করি । কেন এমন করে, জানতে চাইলে মিটমিট হাসে । বলে, ওসব আপনারা বুঝবেন না । আমরা গাড়ি চালাই আমাদের অনেক কিছু মানতে হয় । আসলে যার কাছে গাড়ি চালানো শিখেছে, সেই ওস্তাদ বলে দিয়েছে এমনটি করতে হয় । সংস্কার বশে তাই করে চলেছে তপনদা । যুক্তি তর্কের ধার ধারে না । শুধু জানে বেড়াল 'রাস্তা কাটলে' অমঙ্গল ।

অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচার জন্যই এত কসরত । তবে সব চালকই যে একই রকম তা নয় । কাউকে দেখেছি থু থু ফেলে সামনের কাঁচে গুণ চিহ্ন এঁকে চলে যেতে । কেউ শুধুই ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে । আবার অনেকে কিছুই করেনা, 'দূর ওসব ফালতু, এক্সিডেন্ট যখন হবার তখন হবে'- যুক্তি দেখায় ।

আমাদের পায়ে পায়ে জড়ানো নিরীহ, আরামপ্রিয়, দুগ্ধপোষ্য মা ষষ্ঠীর বাহন, সাহেবদের পুসি ক্যাট, কবে কখন অমঙ্গলের দ্যোতক হয়ে উঠল কে জানে । শুধু 'রাস্তা কাটাই' নয়, অনেকে ঘুমে-জাগরণেও বেড়াল ভয়ে ভীত । বেড়ালকে যমের মত ভয় পাওয়ার এক খটমট সাহেবি নামও আছে - অ্যাইলিউরোফোবিয়া (Ailurophobia)। তবে এমনটি মোটেও সবার ক্ষেত্রে হয় না ।

রুমাল থেকে বেড়াল হয়ে যাওয়ার 'হযবরল' কান্ডে না গিয়ে বেড়া টপকে বেড়ালের আড়ালে কী আছে দেখা যেতেই পারে ।

আপামর বেড়াল জাতি ফেলিডি (Falidae) পরিবারভুক্ত । এর মধ্যে সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, জাগুয়ার, পুমারাও পড়ে । বেড়ালের চেহারা বেশ ঝকঝকে, পেশিবহুল, গায়ে বিস্তর লোম । পায়ের নিচে নরম মাংসের পুঁটলি তাই নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করতে পারে । বাঁকানো নখ, বেশ শক্তিশালী। জিভ খসখসে । এদের মাথাতে বৈশিষ্ট্য আছে । যে কোনো দিকে ঘোরাতে পারে । আর আছে রাতের অন্ধকারে জ্বলজ্বল করা এক জোড়া চোখ ।

১৭৫৮ সালে বিজ্ঞানী লিনিয়াস এদের নাম রাখেন ফেলিস ক্যাটাস । ঠিক কবে মার্জার কুলের উদ্ভব সে সম্পর্কে ঠিকঠাক জানা না গেলেও বিজ্ঞানীরা মিশরকেই এদের আদি বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করেন । তাঁদের অনুমান, ফিনিশিয়ানরা বাণিজ্য ক্ষেত্রে মূল্যবান প্রাণী হিসাবেই মিশর থেকে এদের নিয়ে এসেছিল। এবং তাদের দৌলতেই শুধু 'দেশ কে কোনে কোনে মেঁ'-ই নয় বিশ্বের কোনে কোনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে ম্যাওয়ের দল ।

যিশুখ্রিষ্ট জন্মানোর কয়েক হাজার বছর আগে মিশরে মার্জার দেবীর উপাসনা হত । সম্ভবত ইঁদুর মেরে, তাড়িয়ে খাদ্যশস্য বাঁচাতো বলেই বেড়ালের ভাগ্যে পুজোর শিকে ছিঁড়েছিল । কানে দুল এবং গলায় রত্নখচিত গলাবন্ধ-পরা সেই সময়ের বেড়ালের ছবিও পাওয়া গেছে । এ ছাড়াও সমাধি ক্ষেত্রে মানুষের পাশাপাশি সযত্ন সংরক্ষণ করা বেড়ালের দেহ পাওয়া গেছে সে দেশে । পোষা বেড়াল মারা গেলে শোকের চিহ্ন হিসাবে বাড়ির লোকেরা ভুরুও কামিয়ে ফেলত মিশরে ।

ক্রমে মিশরে বেড়ালের এই মৌরসি পাট্টা বন্ধ হয় । কিন্তু ততদিনে ভারত, চীন এবং জাপানে শুরু হয়ে গেছে বেড়ালকে মাথায় তুলে নাচানাচি । বাংলায় মা ষষ্ঠীর খুব কদর । ছেলেপুলে জোগান দেওয়ার দপ্তরটা তাঁরই হাতে। আর তাঁর খাস চেলা ওরফে বাহন বেড়াল। অতএব তারও কদর কম নয়। এদেশে ম্যাওপন্থী লোকজনের সংখ্যা কম নয় । ন-দশটা বেড়াল পোষ্য, এমন বাড়ি খুঁজলে সব পাড়াতেই মিলবে । টিউটোনিক, কেলটিক এবং অন্যান্য জায়গায় বেড়াল নামধারী গোষ্ঠী (ক্যাট ক্ল্যান) বিস্তার লাভ করে । নর্স দেবী ফ্রেয়ার রথ টানছে দুটো বেড়াল এমন ছবিও আছে ।

আমাদের সংস্কার অনুযায়ী কালো বেড়াল অশুভ বলে চিহ্নিত । সম্পূর্ণ কালো বেড়াল এমনিতেই দুষ্প্রাপ্য । তাছাড়া এদের মেরে লোম ইত্যাদি দিয়ে তুকতাকের কথাও শোনা যায় । ইংল্যান্ডে কিন্তু আমাদের উল্টো, ওখানে কালো বেড়ালকেই সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা হয় । যে সাদা রঙ ও দেশে পবিত্রতার প্রতীক, সেই সাদা রঙের বেড়ালকেই সুনজরে দেখা হয় না । বাড়িতে বা নৌকোয় কালো বেড়াল আসাকে সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করা হয় । অকল্যাণের ভয়ে আমরা কালো বেড়াল চলে খেংড়া নিয়ে তাড়া করি । কিন্তু ওখানকার লোকের ধারণা ওদের তাড়ালে ওরা বাড়ি বা নৌকো থেকে সৌভাগ্য নিয়ে যাবে । তাই কারও সামনের রাস্তা দিয়ে কালো বেড়াল চলে যাওয়াও শুভ ব্যাপার । তবে ইংল্যান্ডের সব জায়গায় এ ধারণা চলে না । ইয়র্কশায়ারের লোকেরাও কালো বেড়ালকে দু চক্ষে দেখতে পারে না । আমেরিকা এবং ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ লোকেরা সাদা চামড়ার ভক্ত হলে কি হবে সাদা বেড়ালকে তারা রীতিমত সন্দেহের চোখে দেখে ।

ডাকিনী বিদ্যা বা উইচ ক্র্যাফটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে বেড়ালের মন্দ ভাগ্যের শুরু । সম্ভবত এদের বুদ্ধি, জ্বলজ্বলে চোখ, লোমের স্থির বৈদ্যুতিক প্রভাব আর অপার্থিব কণ্ঠস্বরের কারণে মনে করা হতে থাকে, এরা জাদুশক্তির অধিকারী । রহস্য গল্প আর সিনেমার দৌলতে ডাইনির বেড়াল তার প্রভুর ভাষাই বলছে, এমন ধারণা ছড়িয়ে পড়ে । মোল হোয়াইট নামে কুখ্যাত এক ডাইনির একটি পোষা বেড়াল ছিল । তার নাম ট্যাবি । সেই ট্যাবি নাকি বহু সময়ে ইংরেজিতেও কথা বলত । এমন অদ্ভুতুড়ে গপ্পোগাছা ছড়িয়ে পড়ার ফলে মানুষের মনে ভূত-প্রেতের ভয়ের সঙ্গে বেড়াল সম্পর্কেও একটা কুসংস্কার জন্ম নেয় । বিশেষত হলুদ চোখ কুচকুচে কালো বেড়াল সম্পর্কে । এসব কারণেই নিরীহ বেড়াল ক্রমশ ভিলেন হয়ে যায় । তবে সুখের কথা এই সংস্কারের জোর দিন দিনই কমে যাচ্ছে ।

পরিশেষে বেড়াল সম্পর্কে একটা প্রবাদের কথা বলি । তাতে বলা হয়েছে - মাছের কাঁটা গলায় দড়/ বিড়ালের পায়ে গড় কর । মানে গলায় মাছের কাঁটা আটকালে বেড়ালের পায়ে ধরতে হবে। তাহলেই কাঁটা নেবে যাবে । মৎস্যপ্রিয় বিড়াল সম্পর্কে গড়ে ওঠা এমন প্রবাদকে নস্যাৎ করে দিয়েছে পাল্টা যুক্তিবাদী প্রবাদ । তাতে বলা হয়েছে - 'ডাইল দা' খাইবাম / বিলাইরে ঠেং দেখাইবাম । মানে ডাল দিয়ে ভাত খেলে গলার কাঁটা চলে যাবে । তাই বেড়ালের পায়ে ধরা দূরে থাক, তাকে লাথি দেখানোও চলতে পারে ।

[পুনর্মুদ্রণ -- উৎসমানুষ ২০০১]